[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

জনসনকে শুভেচ্ছা। তিনি অসাধারণ হবেন।’

ব্রেক্সিট ইস্যুতে নিজের নতুন পরিকল্পনা তার মন্ত্রিসভায় এবং পার্লামেন্টে অনুমোদিত হবে না, এটা স্পষ্ট হবার পর গত ২৪ মে কনজারভেটিভ পার্টির নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন তেরেসা মে। লন্ডনে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের সামনে এক আবেগঘন বক্তৃতায় পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার সময় মে’র চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

ব্রেক্সিট ইস্যুকে কেন্দ্র করে ডেভিড ক্যামেরন প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগের পর ২০১৬ সালের ১৩ জুলাই যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন তেরেসা মে। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ব্রেক্সিট কার্যকরে বিভিন্ন উদ্যোগ নেন তিনি। তবে এ বিষয়ে তার কোনো প্রস্তাবেই অনুমোদন দেয়নি পার্লামেন্ট।

কোন প্রক্রিয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্য আলাদা হবে সে পথ বের করার জন্য ২১ মাস সময় পেয়েছিলেন মে। তবে তার পরিকল্পনা পার্লামেন্টে পাস না হওয়ায় ব্রেক্সিটের সময়সীমা ৩১ অক্টোবার পর্যন্ত তারিখ নির্ধারণ করা হয়। এরই মধ্যে নিজ দলে বিদ্রোহের মুখে পড়েন তেরেসা।

তেরেসার দায়িত্ব পালনের নির্ধারিত সময় ছিল ২০২০ সাল পর্যন্ত। তাই বাকিটা সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জনসকেই ব্রেক্সিট ইস্যুতে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে্